Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 53:16 min.
ID: IDI_AMR206_HH_U_25 July17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	64	Class-IX	Caregiver	35,000 BDT	4 Year-Male	No	Bangali	Total=6; Child-3, Husband and Wife (Res.), Father

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম, আপা আমি হচিছ এস এম এস। ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল আইসিডিডিআর,বি থেকে আসছি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত মানুষ ও গবাদি পশু পাখি আছে তারা যখন অসুস্থ হয়; তখন পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর তারা কিভাবে ব্যবহার করেন? সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। আর আপনার গবেষনা থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য পাব তা ভবিষ্যতে জনসাধারনকে উৎসাহিত করার জন্য, এন্টিবায়োটিকের যথাযথ এবং নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে এবং আমি আগেই বলছি আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য নিব এটা সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকবে। আমরা শুধুমাত্র কলেরা হাসপাতালে এটা সংরক্ষরন করবো এবং গবেষনার কাজেই এটা শুধুমাত্র ব্যবহার করা হবে। আমরা কি শুরু করবো আপা?

উত্তরদাতা: করেন।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। ভাল আছেন আপা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তো প্রথমেই যদি আপা আপনি আপনার পরিবার সম্পর্কে একটু বলেন। আপনার পরিবারে বর্তমানে কে কে আছে?

উত্তরদাতা: আমি, আমরা হাসবেন্ট, তিন বাচ্চা আর আমার আব্বা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। বাচ্চাদের বয়স গুলি যদি একটু বলেন?

উত্তরদাতা: সাড়ে দশ।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি ছেলে না মেয়ে?

উত্তরদাতা: আমার বড় মেয়ে। আর মধ্যম মেয়ে সাত। আর ছোট ছেলে চার বছর দুই মাস।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনি কি কোন কাজ করেন; নাকি গৃহিনী?

উত্তরদাতা: গৃহিনী।

প্রশ্নর্কতা: এই পরিবারে কি মাঝে মধ্যে অন্য কেউ এসে থাকে?

উত্তরদাতা: হু। আমার আম্মা আসে। ছোট ভাই আসে।

প্রশ্নর্কতা: তো উনারা কতদিন পর পর আসে?

উত্তরদাতা: এই তিন চার মাস পর পর আসে।

প্রশ্নর্কতা: বেড়াতে আসে, নাকি অন্য কোন কাজে আসে?

উত্তরদাতা: বেড়াতে আসে।

প্রশ্নর্কতা: তারা কি থাকে; নাকি চলে যায়?

উত্তরদাতা: এই দুই এক রাত থাকে।

প্রশ্নর্কতা: কোন গবাদি পশু-পাখি, হাঁস মুরগী কিছু কি আছে আপা আপনার বাসায়?

উত্তরদাতা: না। না। কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। পরিবারের মাসে আয় কত আপা? ভাই কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা: ও হল আরএফএল এ চাকুরি করে।

প্রশ্নর্কতা: কত বেতন তার সব কিছু মিলে?

উত্তরদাতা: সব মিলে টোটাল হল আপনার ২০ পরে।

প্রশ্নর্কতা: বিশ হাজার? আর পরিবারের কি আছে আপা?

উত্তরদাতা: আর আমার দোকানের আয় আছে। ওটা ১৫,০০০ টাকা আসে। মোট ৩৫,০০০।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার যে বাসা আপা, এই বাসাটা তো আমরা দেখতেছি-উপরে হচ্ছে টিন আর নিচে পাকা সব কিছু। এটা আমরা কি বাসা বলবো ?

উত্তরদাতা: সেমি পাকা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। বাসায় কি কি জিনিষ আছে আপনার?

উত্তরদাতা: টিভি, ফ্রিজ, ওয়ারড্রপ আর দুইটা খাট।

প্রশ্নর্কতা: আর কিছু আপা?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা আপনাদের বাড়িতে কি কি সর্ম্পদ আছে?

উত্তরদাতা: বাড়িতে ধানের ক্ষেত আছে অল্প একটু।

প্রশ্নর্কতা: কতটুকু?

উত্তরদাতা: আর এ গুলা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: কত একর একটা ধারনা?

উত্তরদাতা: ওটা শতক বলে না, কি বলে? আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নর্কতা: পাখি বিঘা এ রকম বলে?

উত্তরদাতা: কত পাখি হবে? ৩৫ পাখির মত হবে। ওটা আমি জানি না।

প্রশ্নর্কতা: একটা ধারনা। যদি বিশ কাঠায় হচ্ছে এক বিঘা হয়; তাইলে কয় বিঘা হবে আপা?

উত্তরদাতা: তার মানে এক বিঘা দুই বিঘার মত হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর ভিটা বাড়ি আছে?

উত্তরদাতা: আছে। ভিটা বাড়িটা বড় আছে ভাই।

প্রশ্নর্কতা: এটা কতটুক হবে আপা?

উত্তরদাতা: ওটা মনে করেন যদি বেশি হয়, তবে আধা বিঘার মত হবে।

প্রশ্নর্কতা: এখন যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার স্বাস্থ্যসেবা নেয়া। মানে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য কোথায় যান, কি করেন? তো বর্তমানে আপনার পরিবারে সবাই কি সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা: হে সবাই সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা: কেউ কি অসুস্থ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আর এমন কেউ কি আছে আপা পরিবারে, যে প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: আমিই হই মাঝে মাঝে।

প্রশ্নর্কতা: কি সমস্যা আপা?

উত্তরদাতা: এই যে গ্যাসটিকের সমস্যা ছিল। এখন অপারেশন হইছে। আরতো কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা: এটা কিসের অপারেশন আপা?

উত্তরদাতা: পিত্ত থলিতে পাথর হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: কবে অপারেশন করছেন এটা?

উত্তরদাতা: এইতো ১৬ দিন।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় করছেন এটা?

উত্তরদাতা: আল বারাকা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি মানে, কোন সরকারি না প্রাইভেট?

উত্তরদাতা: না, প্রাইভেট।

প্রশ্নর্কতা: অপারেশন করার পর আপনাকে কোন ঔষধ কি খাইতে দিছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: কি ধরনের ঔষধ ওগুলা?

উত্তরদাতা: একটা মনে হয় গ্যাসটিক আর একটা মনে হয় ব্যথার। প্রথমে। পরে আবার এন্টিবায়োটিক দিছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কি ঔষধ দিছে আপা?

উত্তরদাতা: এটাতো জানি না।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ আছে বাসায়?

উত্তরদাতা: আম্মু আমার ঔষধগুলা দাও তো।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে এই যে ঔষধ যে দিছে ডাক্তার কত দিনের ঔষধ দিছে?

উত্তরদাতা: সাত দিনের দিছিল। এখন আর খাই না। এখন শুধু আপনার গ্যাসটিকেরটা শুধু খাই।

প্রশ্নর্কতা: তো সাত দিন যে দিছিল। এন্টিবায়োটিক যেটা বলতেছিলেন আপা; কয়টা টেবলেট দিছে?

উত্তরদাতা: দুই বেলা।

প্রশ্নর্কতা: কতক্ষন পর পর এটা?

উত্তরদাতা: আপনার সকালে আর রাত্রে।

প্রশ্নর্কতা: তো এন্টিবায়োটিক যে ঔষধটা দিছিল আপা, এটা কি এন্টিবায়োটিক? ফাইলোপেন।

উত্তরদাতা: এটাতো এন্টিবায়োটিক।

(০৫ মিনিট ০৮ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: পিএইচ ওয়াই পি ই এন ডি এস। ফাইলোপেন ডিএস। ফ্লুস্কাসিলিন। এটা ৫০০ এমজি। এফ এল ইউ সি এল ও এক্স এ সি ডাবল এল আই এন ৫০০ এমজি এটা? আর কি দিছিল আপা। ফ্লুস্কাসিলিন এটা কয় দিনের জন্য দিছিল আপা?

উত্তরদাতা: সাত দিন।

প্রশ্নর্কতা: দিনে ২টা করে খাইতে বলছিল। তারমানে সাত দুকুনে ১৪। এখানে কয়টা আপা?

উত্তরদাতা: এটা গ্যাসটিকের ঔষধ। প্রতিদিন খাচ্ছি এটা।

প্রশ্নর্কতা: এটা হচেছ এসলর। ই এস ও আর এল। আর এটা কি দিছিল আপা ?

উত্তরদাতা: এটা শুকানোর জন্য।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। নরমালস। এন ও আর এন এল ৫০০ এমজি না ?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: এইটা কয়দিনের জন্য দিছিল আপা ?

উত্তরদাতা: সাত দিন।

প্রশ্নর্কতা: তো মানে এখানে দুইটা ঔষধ দেখা যাচেছ-----?

উত্তরদাতা: আমি খাই না। হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা দুইটা খান নাই। সাত দুকুনে চৌদ্দটা হওয়ার কথা ছিল। এখানে ঔষধ আছে পাঁচ পাঁচ দশটা। আর ও চারটা থাকার কথা। এখানে দশটার মধ্যে আমি দুইটা দেখতে পাচিছ। আর গুলি কই আপা?

উত্তরদাতা: কাটা ছিল। খাইছি।

প্রশ্নর্কতা: এটা দেখা যাচেছ যে একটা আছে। ফাইলোপেন ডিএস।পিএইচ ওয়াই পি ই এন ডি এস। এটা কিসের ঔষধ আপা?

উত্তরদাতা: ব্যাথার।

প্রশ্নর্কতা: রোলেক। আর ও এল এ সি এখন যদি আপা একটু বলেন-আমি দেখতেছি তিন ধরনের ঔষধ এবং একটা হচ্ছে গ্যাসের জন্য দিছে। আমি দেখতেছি দশটার মধ্যে একটা আছে এবং বাকি দশটার মধ্যে ও দুইটা আছে। তাইলে এগুলা যে খান নাই; কেন খান নাই?

উত্তরদাতা: আমি খাইতে পারি না তো।

প্রশ্নর্কতা: মানে খেলে কি সমস্যা হয় ? যদি একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: বমি আসে। আমার ঔষধ দেখলে ভয় লাগে।

প্রশ্নর্কতা: ভয় লাগে কেন?

উত্তরদাতা: আমি ঔষধ খাইতে পারি না। এ গুলা জোড় করে খাইছি। আমার যখন কোন অসুস্থ হই, দেখেন এই যে কেনুলা লাগায়ে ইনজেকশন দেই।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু, অনেকেতো কেনুলা ভয় পায় ?

উত্তরদাতা: কেনুলা চোখ বন্ধ করে লাগায়ে দেয়। পরে সেখানে ইনজেকশন পুশ করে দেই। কি ঔষধ খেতে পারি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধ খেলে কি ধরনের সমস্যা হয় আপা?

উত্তরদাতা: আমার মাথায় ঔষধ দেখলে বমি বমি লাগে। কিন্ত অপারেশন হওয়ার পরে ভয়ে খাইছি নাক চোখ বন্ধ করে ।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার এটা কবে থেকে সমস্যাটা হচ্ছে?

উত্তরদাতা: আমার ঔষধ দেখলেই ভয় লাগে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ধরেন ডাক্তার যে আপনাকে সাতটা সাতটা চৌদ্দটা ঔষধ দিছিল। আপনার যে পিত্ত থলির পাথরের জন্য আপনি অপারেশন করছেন। এটার জন্য ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন না আপা ? মানে ডাক্তার যে ভাবে দিছে; যেহেতু এটা একটা বড় ধরনের অপারেশন। মানে আপনি কি মনে করেন? ঔষধ কি সবগুলি খাওয়া উচিত?

উত্তরদাতা: খাওয়া উচিত।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি মনে করেন?

উত্তরদাতা: ঐ যে ঐ কারনে খায় না। কিন্তু পাশের যে ডাক্তার ও শুনলে বকা দেয়। বার বার টাইম টেবিল পিরিয়ড ফোন দিয়ে বলে। ঔষধ খান আপা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোথাকার ডাক্তার?

উত্তরদাতা: ঐ যে পাশে একটা ফার্মেসী দেখছেন না 'ম'।

প্রশ্নর্কতা: হ্যাঁ 'ম'। উনি কি পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার; নাকি----?

উত্তরদাতা: আমার ভাই।

প্রশ্নর্কতা: ছোট খাট পল্লি চিকিৎসক?

উত্তরদাতা: ছোট। ও মানে ওখান থেকে আমি রিসিভ করে আনি ঔষধ। পরে ওর ওখান থেকে কিনে নেই।

প্রশ্নর্কতা: এ বিষযে আমি পরে আলোচনা করবো। প্রথমে এই বিষয়ে যদি একটু বলেন-এই যে ঔষধ আমি দেখলাম আপা মানে চৌদ্দটা চৌদ্দটা আঠাশটা মধ্যে অলরেডি তিনটা রয়ে গেছে। তাইলে এই যে ঔষধের কোর্স যদি কেউ কমপ্লিট না করে, তাহলে কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে? যদি একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: ঐ জিনিষটাতো কমপ্লিট করতে হবে। না হলে পরবর্তীতে দেখা যাবে যে, এই সমস্যাটা আবার হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: কি ধরনের সমস্যা হতে পারে? ধরেন আপনার যে অপারেশন হলো।

উত্তরদাতা: আমার তো এখন ঘা টা যেমন শুকাইতেছে। তখন শুকাবে না। আর কোর্সটা কমপ্লিট করলে পুরাপুরি সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা: আর যেটা বললেন, কোর্স কমপ্লিট করলে না করলে ঘা টা শুকাবে না। এখন আপনি যে কোর্স কমপ্লিট করলেন না। আপনার কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: এখন আল্লাহ্ জানে। আমারতো সমস্যা হচ্ছে না। হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: আপনি এস এ সাধারন মানুষ মানে আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: হতে পারে মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কেন মনে হয় আপা হতে পারে?

উত্তরদাতা: হতে পারে। কারন আমি এই যে কাজ করা নিষেধ। আমি করি। যেটা নিষেধ সেটা বেশি করে করি।

(১০ মিনিট ০৮ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: তাইলে আপনি বুঝে শুনে জিনিষটা করতেছেন। এটা কি ঠিক হচেছ?

উত্তরদাতা: ঠিক না।

প্রশ্নর্কতা: কেন করতেছেন?

উত্তরদাতা: ফ্যামিলিতে তো কেউ নাই রান্না করার। কারন আমার তো তিন বাচ্চা ছোট ছোট। ওদের তো খাওয়াতে হবে। তাই না। আমি কি হোটেল থেকে চারজনের খাবার আনতে পারবো।

প্রশ্নর্কতা: এটাতো ঘরের কাজ করতেছেন। কিন্ত আমি বলতেছি ঔষধের কথা আপা। আপনি বুঝতেছেন। কিন্তু ঔষধটা আপনি বুঝতেছেন। কিন্ত তারপরে ও খান নাই। এখন আমি দেখলাম আছে। তাহলে এই যে আছে। এটা আপনি কেন করেন আপা?

উত্তরদাতা: ভয় লাগে।

প্রশ্নর্কতা: একটা বিষয় হচেছ ভয়ের। আর কি সমস্যা আপা? কেন খান না?

উত্তরদাতা: ঐ আমার ঔষধটা খাইলে কেমন জানি বমি বমি আসে। অনেক বড় তো গলা দিয়ে নামতে চায় না।

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা।

উত্তরদাতা: হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন সমস্যা আপা? তাইলে আপনি কি মনে করেন যাদের এ ধরনের অপারেশন বা অন্য কোন অসুস্থতা হোক?

উত্তরদাতা: তাদের পুরা কোর্সটা কমপ্লিট করা উচিত।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি না করে; সে ক্ষেত্রে কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: তার ঘা টা পুরাপুরি শুকাবে না। সেখানে সাত দিন লাগবে, দেখা গেল ঐ কোর্সটা যদি কমপ্লিট না করে; পরবর্তীতে আবার সেই সাত দিন আবার বাড়ায়ে দিল। তাহলে কষ্ঠ হচেছ না।

প্রশ্নর্কতা: আর শরীরের কোন ক্ষতি হচেছ না?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, শরীরতো আপনার দূর্বল হয়ে যাচেছ। কারন এন্টিবায়োটিক খাইলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আর শরীরের অন্য কোন ক্ষতি হতে পারে?

উত্তরদাতা: না অন্য কোন কি ক্ষতি হবে। মাথা টাতা ঘুরতে পারে। আর কি হবে?

প্রশ্নর্কতা: আপনার পরিবারে কি প্রায় সময় কেউ অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: বাচ্চাদের তো হালকা জ্বর, ঠান্ডা এটা হয়।

প্রশ্নর্কতা: কোন বাচ্চার হয়?

উত্তরদাতা: ছোট ছেলেটার হয়।

প্রশ্নর্কতা: কি সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা: হালকা বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর আসে।

প্রশ্নর্কতা: এটার জন্য কি কোন ডাক্তার বা কাউকে দেখান?

উত্তরদাতা: না। যদি জ্বর আসে, তাহলে দুইদিন ওয়েট করি। তারপরে ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা: কাকে দেখান আপা?

উত্তরদাতা: এই সামনে যে ডাক্তার আছে। 'ম' ফামের্সী।

প্রশ্নর্কতা: 'ম' ফামের্সীতে কাকে দেখান?

উত্তরদাতা: ডা:৩৬।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি কোন পাশ করা বা বড় ডিগ্রী ওয়ালা ডাক্তার?

উত্তরদাতা: আমি ঠিক জানি না।

প্রশ্নর্কতা: তার পড়াশুনা কি? এমনি আপনার আইডিয়া।

উত্তরদাতা: পড়াশুনা আছে।

প্রশ্নর্কতা: স্বাস্থ্যবিষয়ক কোন পড়াশুনা আছে?

উত্তরদাতা: না মনে হয়। স্বাস্থ্যবিষয়ক এখন কোর্স করে।

প্রশ্নর্কতা: সেকি এমবিবিএস বা বড় কোন পাশ করা ডাক্তার এর মত; নাকি এমনি শুধু ফামের্সীতে ঔষধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতা: আমার মনে হয় নরমালই হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: সেকি ঔষধ নিজে বিক্রি করে; নাকি শুধু প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়?

উত্তরদাতা: না না ঔষধ নিজে বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা: দোকানটা কি তার নিজের?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ তার নিজের।

প্রশ্নর্কতা: তার পড়াশুনা কি এটা কি জানেন?

উত্তরদাতা: জানি না।

প্রশ্নর্কতা: আপনাদের আশেপাশে আর ও তো হাসপাতাল আছে। যেমন-সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল আছে। আপনি উনার কাছে যান। কেন যান আপা?

উত্তরদাতা: এত দূরে যাওয়াটা কেমন। আমি আবার আগে দেখাতাম ঐ পাশে যে মোরব্বী আছে না। উনার কাছ থেকে ঔষধ আনতাম।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি ধরনের ডাক্তার?

উত্তরদাতা: উনি ও এ রকম।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি কোন প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র দেয়?

উত্তরদাতা: না দেয় না।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি লিখিত দেয়; নাকি শুধু মুখে বলে দেয়?

উত্তরদাতা: কি সমস্যা মুখে বললে ঔষধ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: সেকি নরমাল ঔষধ দেয়; নাকি এন্টিবায়োটিক ও দেয়?

উত্তরদাতা: নরমালই দেয় বেশি। যদি না সাড়ে পরে এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আপনার বাচ্চাকে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন---------?

উত্তরদাতা: আমি মোরব্বীকে আমার ছেলেটাকে বেশি দেখাই।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন ফামের্সী?

উত্তরদাতা: উনার ফামের্সীটার কি নাম যেন।

প্রশ্নর্কতা: মানে এটা আর একটা ফামের্সী? উনাকে যে দেখান আপা, উনি কি এন্টিবায়োটিক দেয়; নাকি এমনি সাধারন ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা: সাধারন ঔষধ দেয়। যদি ওটা কাজ না করে পরে এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক দিলে উনি কি কিছু বলে যে, কিভাবে খাবেন বা কি করবেন?

উত্তরদাতা: হু বলে দেয় তো। বুঝায়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন চিহ্ন বা কিছু দিয়ে দেয়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় দেয়?

উত্তরদাতা: ঔষধটার মধ্যে দাগ দিয়া দেয়। ওদেরতো সাধারনত সিরাপ দেয়। সিরাপের মধ্যে দাগ দিয়া দেয়। কতটুক খাবে। কিভাবে খাবে?

প্রশ্নর্কতা: আপনি শেষবার কবে বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন আপা? খেয়াল আছে?

উত্তরদাতা: না এই মুহুতে যাই নাই। জ্বরে শুধু একটু নাপা আনছি। এন্টিবায়োটিক খাওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি।

(১৫ মিনিট ০৮ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। বর্তমানে কেউ কি এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে আপনার ঘরে?

উত্তরদাতা: আমি খাচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু এখন কি ঔষধ খাচ্ছেন? আমি তো ঔষধ দেখলাম।

উত্তরদাতা: না। এখন বন্ধ আছে দুই দিন ধরে।

প্রশ্নর্কতা: আবার কি শুরু করবেন নাকি?

উত্তরদাতা: না। এখন শুধু গ্যাসটিকেরটা খাব।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। এই মুহুতে বাসায় কার কি ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্ট, বা অন্য কিছু জ্বর বা ঠান্ডা কাশি কার ও কি আছে এই মুহুতে?

উত্তরদাতা: না। না। না। এখন সবাই সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি কি মনে করতে পারেন আপনার ফ্যামিলিতে দৈনন্দিন কাজ কর্ম করতে গিয়ে কেউ কি অসুস্থ হয়ে গেছিল?

উত্তরদাতা: না। একদিন হাত পুড়ছিল আমার।

প্রশ্নর্কতা: এটা কত দিন আগে?

উত্তরদাতা: দুই মাসে আগে। এই যে চিহ্ন।

প্রশ্নর্কতা: এটাতো একটা এক্সসিডেন্ট। অন্য কোন অসুস্থতা। আপা হাত পোড়ার পর কোন ডাক্তার দেখাইছিলেন?

উত্তরদাতা: পেষ্ট দিছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা। কি পেষ্ট?

উত্তরদাতা: ঔষধ দিবে যে ডাক্তারের কাছে গেলে।

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা। মানে খাওয়ার ভয়ে নাকি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: সে জন্য আমি হেক্সিসল দিয়ে পরিস্কার করতাম। আর একটা যে কাল ধরনের ঔষধ আছে না; ওটা লাগাইছি।

প্রশ্নর্কতা: কি ঔষধ এটা?

উত্তরদাতা: ওটার নামটা জানি না।

প্রশ্নর্কতা: ক্রিম?

উত্তরদাতা: ক্রিম না।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি পানি জাতীয়, নাকি মলম?

উত্তরদাতা: পানি পানি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ট্রিটমেন্ট কে করছিল?

উত্তরদাতা: নিজে করছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: ভাল হয়ে গেছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁভাল হয়ে গেছি আল্লাহ্‌র রহমতে। কোন সমস্যা হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপা ধরেন আপনার বাসায় কেউ যদি কাজ কর্ম করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে যায়; সেটা কি আপনি নিজে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: জ্বর আসলে তো আমি তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারি।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আপনাদের ক্ষেত্রে আপনি কি বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: হে। কেন বুঝা যাবে না।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: একটা মানুষ অসুস্থ হলে বুঝা যায় না। তার চোখটা কেমন লাল হয়ে যায়। বুঝাতো যায়। ঠান্ডা জ্বর হলে বুঝতে পারি।

প্রশ্নর্কতা: আর নিজের অসুস্থতা বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: নিজেরটা হলে নিজেই বুঝতে পারি।

প্রশ্নর্কতা: কি উপসর্গ বা লক্ষন দেখে বুঝেন?

উত্তরদাতা: প্রেসার কমে গেলে ঘাড় ব্যথা করবে। শরীর দূর্বল হলে মাথা ব্যথা করে।

প্রশ্নর্কতা: আর ও তো অসুস্থতা আছে। আর কি হতে পারে? যেমন-ডায়রিয়া, জ্বর--

উত্তরদাতা: ডায়রিয়া হলে তো বার বার বাথরুমে যাবে। আর বমি হলে তো বারবার বমি করবে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার বাচ্চারা যখন অসুস্থ হয়, তখন আপনি কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: ওরা যে চঞ্চল। তখন তো সে চুপচাপ মেথায়ে (চঞ্চলতা থাকে না) থাকে। তাতে বুঝা যায় যে অসুস্থ। তাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: চুপচাপ কি হয়ে থাকে বললেন?

উত্তরদাতা: মেথায়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: মেথায়ে কথাটার অর্থ কি?

উত্তরদাতা: মানে চুপচাপ। শরীরটা তার একদম দূর্বল হয়ে থাকে। এনার্জি নাই। চুপচাপ বসে থাকবে। শুয়ে থাকবে।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি ধরেন আপনার বাবা যিনি আছেন, উনি যদি অসুস্থ হন; তাহলে কিভাবে বুঝেন উনি অসুস্থ?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হলে তো উনি বলবে। তার শরীরটা কেমন লাগতেছে। খাইতে চাইবে না। অসুস্থ হলে তো মানুষ খাইতে চায় না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা, স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়ক আমরা যদি একটু কথা বলি; আচ্ছা ধরেন আপনার ফ্যামিলির কেউ যদি অসুস্থ হয় তা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়ার জন্য আপনার বেশিরভাগ কোথায় যান?

উত্তরদাতা: মাঝে মধ্যে তো সরকারি হাসপাতালে ও যাই।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কোথায় যান?

উত্তরদাতা: ডা:৩৬ ঐখানে যাই।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় এইটা?

উত্তরদাতা: ঐ মোরব্বীর কাছে যাই। যদি আমার বাচ্চা অসুস্থ হয়; তাহলে মোরব্বীর কাছ থেকে আনি। আর আমি অসুস্থ হইছিলাম তো আল বারাকা থেকে ঔষধ লেখে দিছে। পরে এর কাছ থেকে আনছি।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় এটি?

উত্তরদাতা: 'ম' ফামের্সী। এখান থেকে ঔষধগুলা কিনছি।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চারা অসুস্থ হলে কোথায় যান বললেন?

উত্তরদাতা: ফামের্সীটার নাম জানি না।

প্রশ্নর্কতা: মোরব্বীর কি নাম?

উত্তরদাতা: উনার নামটা ও জানি না।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি ঔষধ বিক্রি করে; নাকি ডাক্তার?

উত্তরদাতা: ডাক্তার প্লাস ঔষধ বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি ধরনের ডাক্তার সরকারি যে এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার এরকম?

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম ডাক্তার সে?

উত্তরদাতা: ভালইতো।

প্রশ্নর্কতা: আমরা যেমন গ্রামে দেখছি পল্লী চিকিৎসক। ধরেন একটা ছোটখাট কোর্স করছে---?

উত্তরদাতা: হে কোর্স করছে মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে বাচ্চাদেও জন্য মোরব্বীর দোকান থেকে ঔষধ আনেন? তাহলে 'ম' ফামের্সী থেকে কার জন্য ঔষধ আনেন?

উত্তরদাতা: আমার জন্য আনি। বাচ্চার বাবার জন্য আনি।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি ফিক্সড মানে বাচ্চাদের জন্য মোরব্বীর দোকান আর আপনাদের জন্য-----?

উত্তরদাতা: আগে তো ওখান থেকে আনতাম। এখন তার দোকান ('ম' ফামের্সী) আর আমার দোকান একসাথে না। কারন তার দোকান ফেলে তো আমি আর তার কাছে যেতে পারি না। এখন তার দোকান থেকে বেশিরভাগ সময় আনি।

প্রশ্নর্কতা: মানে 'ম' ফামের্সী কি আপনার দোকানের সাথে?

উত্তরদাতা: হা হা একই সাথে।

(২০ মিনিট ১৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আপনারটা কিসের দোকান?

উত্তরদাতা: আর এফ এল এর।

প্রশ্নর্কতা: এটি কোন জায়গায় আপা?

উত্তরদাতা: আমতলির মোড়ে। পশ্চিমপাড়া মসজিদটা আছে না। উটার সাথে।

প্রশ্নর্কতা: দোকানে কে বসে?

উত্তরদাতা: আমার আব্বা বসে।

প্রশ্নর্কতা: আপা ফামের্সী থেকে ঔষধ কিনার বিষয়ে পরিবার থেকে কে সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতা: আমি ও নেয় আমার হাসবেন্ট ও নেয়।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কে নেয়?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ সময় তো আমিই থাকি। আমিই নেই। হাসবেন্টতো বাহিরে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় থাকে উনি?

উত্তরদাতা: অফিসে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: সেক্ষেত্রে আপনি কি তার সাথে পরামর্শ করেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ পরামর্শ করি। যেমন-বাচ্চা অসুস্থ হলে ফোন করে জানাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে বেশিরভাগ সময় কি আপনি তার সাথে পরামর্শ করেন?

উত্তরদাতা: হে সব কিছু আমি তার সাথে শেয়ার করি।

প্রশ্নর্কতা: কেন করেন? মানে ডিশিসন তো আপনি কিছুক্ষন আগে বললেন নিজেই নেন। আবার তার সাথে বলছেন পরামর্শ করেন। কেন করেন?

উত্তরদাতা: কারন হাসবেন্ট এর সাথে পরামর্শ করা তো দরকার তাই না। সে তো আমার হাসবেন্ট। নাইলে পরে কিছু হলে, বাচ্চার কিছু হলে তো আমাকে ধরবে।

প্রশ্নর্কতা: সে যেহেতু পরিবারের কর্তা তার তো একটা মতামত থাকতে পারে। তাই না?

উত্তরদাতা: কারন ধরেন একটা বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেল। ঔষধ আনলাম। সে যদি ভাল না হয়; সে বলবে যে, কোথা থেকে ঔষধ আনছো? কি ব্যাপার, কি সমস্যা? সে কারনে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নেই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপা ঔষধ কিনার জন্য কে আপনার পরিবার থেকে দোকানে যায়?

উত্তরদাতা: আমি থাকলে আমি আর আমার হাসবেন্ট থাকলে হাসবেন্ট যায়।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কে যায়? আপনি যান নাকি ভাই যায়।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ আমিই যাই। বেশিরভাগ সময় ও ওতো দিনে থাকে না। বাসায় থাকে না। অফিসে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনি যখন যান তখন সাথে কাউকে নিয়ে যান আপা?

উত্তরদাতা: হু বাচ্চাকে যে অসুস্থ হয় তাকে নিয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তাকে সাথে নিয়ে যান কেন?

উত্তরদাতা: তাকে দেখাই।

প্রশ্নর্কতা: কিন্ত কেন আপনি এখানে যান? আপনারতো আর সুযোগ আছে। যেমন-এখানে বেসরকারি হাসপাতাল আছে।

উত্তরদাতা: এটাতো দূর হইয়া যায় ভাইয়া। এ জন্য আমি যাই না।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু আপনি কি এটা বুঝেন আপা যে, একজন ঔষধ বিক্রেতা যিনি ঔষধ বিক্রি করেন; তার যে পড়াশুনা বলেন, তার অভিজ্ঞতা, তার যে স্বাস্থ্যবিষয়ক ধারনা; একজন এমবিবিএস পাশ করা বা বিসিএস করা ডাক্তার---- ?

উত্তরদাতা: ওগুলা এমবিবিএস পাশ করা) ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: এই দুইটার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে আপা?

উত্তরদাতা: অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম পার্থক্য?

উত্তরদাতা: সে হলো একটা এমবিবিএস ডাক্তার আর এরা হলো কোর্স কমপ্লিট করছে। তার মানে এই ডাক্তারের চেয়ে একজন এমবিবিএস ডাক্তারের অনেক অভিজ্ঞতা।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এই পার্থক্যতো আপনি নিজেই বুঝতেছেন। তা হলে কেন আপনি আপনার বাচ্চাকে এই ঔষধ বিক্রেতার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন?

উত্তরদাতা: এখন ধরেন এটা সামনে আর উটা দূর হয়ে যাচ্ছে। সে জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা: সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সে যে ঔষধ দিবে আর একজন এমবিবিএস ডাক্তার যে ঔষধ দিবে-----?

উত্তরদাতা: অনেক অনেক পার্থক্য। ২৩:৪৯

প্রশ্নর্কতা: এটা আপনি বুঝতেছেন?

উত্তরদাতা: কারন একটা এমবিবিএস ডাক্তার এরা দেখতেছে। ভিটিজ দিয়ে হোক আর সরকারিই হোক যেটাই দেখাই। সে কিন্তু ঔষধ দেয় কম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর এদের কাছে গেলে ঔষধ একটু বেশি দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কেন বেশি দেয় আপা? এটা বুঝেন?

উত্তরদাতা: জানি না।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি যে এখানে যাচ্ছেন, খরচ কেমন ডাক্তারের কাছে যে যান?

উত্তরদাতা: খরচ যে রকম সে রকমই।

প্রশ্নর্কতা: সেকি ঔষধের দাম নিচ্ছে নাকি----?

উত্তরদাতা: শুধুঔষধের দামটাই নিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: সেকি কোন ভিজিট নেয়?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে এটা কি আপনার জন্য সুবিধা?

উত্তরদাতা: সুবিধা কি ভাইয়া। এত দূরে যাওয়া আর এটা কাছে। সে কারনে বাচচা কাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সময় হয় না।

প্রশ্নর্কতা: এটা একটা সমস্যা। আর কোন বাধা আছে আপা?

উত্তরদাতা: না। না। আর কোন বাধা নাই।

(২৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তার যখন আপনাকে কোন ঔষধ কেনার জন্য পরামর্শ দেন, তখন আপনি কি পরিমান ঔষধ কিনবেন-এ সিদ্ধান্তটি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা: ওটাতো আমার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দরকার নাই। কারন ধরেন আমার বেলায় সাত দিনের কোর্স দিছে। সেখান থেকে ধরেন আমার টাকা না থাকলে আমি দুই দিন, তিন দিনের কোর্স নিয়ে আসলাম। কিন্তু একটা বাচ্চার ঠান্ডা জ্বর। সিরাপতো আপনাকে ভাংগা দিতেছে না। ছোটদের পুরা কোর্সটাই নিতে হচ্ছে। আর আমার সাত দিনেরটা তিন দিনের নিয়ে আসলাম। আর চার দিনেরটা পরে নিয়ে আসলাম। আমার বেলায় তো সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপা ধরেন আপনার বড় বাচ্চা যার বয়স ১০ বছর ওর ক্ষেত্রে কি টেবলেট দেয়; নাকি সিরাপ দেয়?

উত্তরদাতা: এখন ও সে টেবলেট খেতে পারে না তো; সিরাপ নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: আর যখন আপনাদেরটা কিনেন আপা, বড়দের যেমন-আপনার হাসবেন্ট বা আপনার বাবার জন্য; তখন কি অল্প করে কিনেন? নাকি বেশি করে কিনে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: ধরেন সাত দিনের দিছে। আমি কিন্তু পুরা সাত দিনের কোর্সটাই নিয়ে আসছি। কারন টাকা ছিল; একবারেই নিয়ে আসছি।

প্রশ্নর্কতা: টাকা থাকলে সব সময় কি পুরাটায় নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: সব নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: যদি টাকা কম থাকে তখন কি করেন?

উত্তরদাতা: সাত দিনের কোর্স, সাত দিনের নিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: এই যে আপনি সচেতন সাত দিনের ঔষধ নিয়ে আসলেন। কিন্তুবাসায় দেখলাম এই যে ঔষধ রয়ে গেছে। খাচ্ছেন না। রয়ে গেছে----?

উত্তরদাতা: হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে আনলেন আপা। কিন্তু খাচেছন না। কেন খাচ্ছেন না?

উত্তরদাতা: ঐ যে ঐ সমস্যা। কারন এখন আমি সুস্থ হয়ে গেছি মনে করি।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে একজন পাশ করা ডাক্তার আপনাকে ঔষধ দিছে। আপনার অপারেশন হইছে। ঔষধ যে ক্ষেতে হবে এটাতো আপনি বুঝেন আপা। বুঝার পর ও কেন আপনি খান না? মানে খাওয়া কি উচিত না?

উত্তরদাতা: অবশ্যই উচিত।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু আপনি খাচ্ছেন না?

উত্তরদাতা: খাইতে পারি না তো, সে কারনে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি সব সময় এটা করেন?

উত্তরদাতা: না মাঝে মাঝে। এখন এই ঔষধগুলা বড় বড় তো সেই জন্য খাই না।

প্রশ্নর্কতা: আপা ডাক্তার আপনাকে সাত দিনের ঔষধ দিলে আপনি কয় দিনের জন্য কিনেন?

উত্তরদাতা: চার দিনের জন্য কিনলাম। পরে না হয় তিন দিনের জন্য নিলাম।

প্রশ্নর্কতা: মানে সব সময় কি এ রকম করেন?

উত্তরদাতা: না না সব সময় এ রকম করি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কখন আনেন এ রকম অল্প করে?

উত্তরদাতা: বেশি সমস্যা যদি জটিল হয় তাহলে পুরাটাই নেই। আর সমস্যা অল্প হলে অল্প নেই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। যখন অল্প করে ঔষধ আনেন, অসুখ ভাল হয়ে গেলে, তখন কি আর বাকি ঔষধ আনেন?

উত্তরদাতা: না না ওটা ও কমপ্লিট করি। ভাল হইছি দেখে তো বন্ধ করি না। পরবর্তীতে যদি আবার সমস্যা হয়। সে জন্য পুরা কোর্সটা কমপ্লিট করি। শুধু আমার বেলায় একটু সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনার হাসবেন্ট এর ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: উনি শেষ করে।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাবার এর ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: উনি শেষ করে।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনারা ঔষধ কেনার জন্য কোথায় যান?

উত্তরদাতা: ঔষধ কেনার জন্য ধরেন ষ্টেশন এ যে বড় দোকান গুলা আছে ওখান থেকেই নিয়ে নেই। আবার আমার এমনি ধরেন বেশি জ্বর হইলে আমি কিন্তু এ সব ডাক্তার দেখাই না। আমি সোজা এমবিবিএস ডাক্তার দেখায়ে উনারা যে সাজেশন দেয় সেভাবে ঔষধ কিনি। আর ছোটখাট জ্বর, ঠান্ডা হইলে আমি এখান থেকে ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা: আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপা কোথা থেকে নেন?

উত্তরদাতা: মানে হালকা জ্বর হলে এখান থেকে নেই। আর বেশি জ্বর হলে এমবিবিএস ডাক্তার দেখাই।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ কোথা থেকে কিনবেন এ সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা: এটা আমি ও আমার হাসবেন্ট দুইজনে মিলে নেই। ডাক্তার দেখায়ে ধরেন ওখান থেকে নিয়ে আসলাম ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। দোকানে কে যায়?

উত্তরদাতা: আমি ও আমার হাসবেন্ট দুই জনেই যাই। বাসায় কেউ অসুস্থ হলে আমরা দুই জনে যায়ে ঔষধ নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: উনি তো অফিসে থাকে বললেন?

উত্তরদাতা: ছুটি নেয়। বাচ্চা অসুস্থ হলে তো ছুটি নিতে হবে।

(৩০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আর এমনি ঔষধ কিনার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: ঔষধ কিনার ক্ষেত্রে ওই কিনে। স্টেশন হলে ও কিনে আর পাশে হলে আমিই কিনি।

প্রশ্নর্কতা: আর প্রেসক্রিপশন দিয়ে ঔষধ কিনার জনও কে যায়?

উত্তরদাতা: আমার হাসবেন্ট থাকলে আমার হাসবেন্ট যায় আর আমি থাকলে আমিই যাই। প্রেসক্রিপশন সাথে নিয়ে যায়। ফামেসী থেকে ঔষধ নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: কোন ফার্মেসীতে বেশি যান আপা?

উত্তরদাতা: আমরা স্টেশনে যাই বেশি। ধরেন স্টেশন থেকে যে ঔষধটা আনি; পুরা কোর্সটা ওখান থেকেই আনি। ঐ দিকে ডাক্তার দেখালে, ডাক্তার কিন্তু আবার দেখা করতে বলে। তখন ঔষধ লাগলে নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: আপনাদের হালকা অসুখ হলে কোথা থেকে ঔষধ আনেন?

উত্তরদাতা: হালকা অসুখ হলে বাসার পাশে যে ফামেসী গুলো ওখান থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: আপা পরিবার থেকে সর্বশৈষ কে গেছিল ঔষধ আনতে? আপনার খেয়াল আছে?

উত্তরদাতা: আমার হাসবেন্ট গেছিল।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় গেছিল?

উত্তরদাতা: ঐ স্টেশন থেকে।

প্রশ্নর্কতা: মানে কার জন্য?

উত্তরদাতা: আমার।

প্রশ্নর্কতা: কোন সমস্যা ছিল আপনার?

উত্তরদাতা: অপারেশনের জন্য। আর এর মধ্যে বাচ্চা কেউ অসুস্থ হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপা এই যে দোকান গুলাতে যান, ওখানে কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায়। কারন ওরা প্রেসক্রিপশন দেখে স্টেশন থেকে ঔষধ এনে দেয় আমি যাইতে না পারলে। বললে ওরা এনে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: ঐটাতো হচ্ছে পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার ওরা প্রেসক্রিপশন দেয়।

উত্তরদাতা: ওদের প্রেসক্রিপশন দেখে ওরা ঔষধগুলা এনে রাখে। আমরা নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: আর এইখানে যদি যান 'ম' ফার্মেসী বা আর একটা ফার্মেসী বললেন সেখানে তো কোন প্রেসক্রিপশন নাই। তখন ঔষধ আনেন কিভাবে ঐখান থেকে?

উত্তরদাতা: ঔষধ শেষ হইলে তখন নাম গুলি যায়ে বলি যে এ এ ঔষধ খাওয়াইছি বাচ্চার। তখন ও দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। আর এমনি যদি অসুস্থ হয়ে যান বা বাচ্চার ছোটখাট অসুস্থতার জন্য রোগীকে কি সাথে নিয়ে যেতে হয়?

উত্তরদাতা: হে। ওকে সাথে নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: ওরা কোন কিছু চেক করে?

উত্তরদাতা: হা হা অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: কে দেখে? কিভাবে দেখে তারা?

উত্তরদাতা: আপনার ওদের যে যন্ত্রপাতি আছে, ওটা দিয়ে বুকে দেখে। জ্বর মাপার মেশিনটা দিয়ে জ্বর মাপে।

প্রশ্নর্কতা: আর কিছু করে আপা?

উত্তরদাতা: তারপরে ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে কি জানেন? যদি একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: এটাতো আপনার যে ঔষধটা দিল ঐটা খেয়ে যদি ভাল না হয় তা হলে পরবর্তীতে এন্টিবায়োটিক দেয়, যেন তাড়াতাড়ি সে সুস্থ হয়ে যায়। সে কারনে তো এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে এটা কি ধরনের ঔষধ? কি কাজ করে শরীরে গিয়ে? ধরেন এটাকে যদি একটা পাওয়ারের ঔষধ বলি।

উত্তরদাতা: হে হে শুনেন। কারন নরমাল ঔষধটা খেয়ে চার পাঁচ দিন লাগবো সুস্থ হতে। আর একটা এন্টিবায়োটিক খাইলো সে দুই দিনে সুস্থ হয়ে গেল। তার উপকার হচ্ছে। কিন্তু এদিকে তার লস ও হচ্ছে। কারন এটা খেলে তো তার কিছুটা সমস্যা হবে।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: শরীরতো দূর্বল হবেই। কারন এটা তো অনেক পাওয়ারি। আর নরমাল ঔষধগুলি খাইলে কোন সমস্যা হচ্ছে না। হালকা সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এন্টিবায়োটিকটা খাইলে আপনার বেশি সমস্যা হচ্ছে। কারন এটা অনেক পাওয়ারি ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: খেলে কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: খেলে তো শরীরটা দূর্বল হয়ে যাবে, মাথা ঘুরবে, কার ও ধরেন বমি হতে পারে। অনেক সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: না না না আমার জানা মতে আর নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা এন্টিবায়োটিক কি ধরনের অসুস্থতা ভার করে?

উত্তরদাতা: আপনার জ্বর, টাইফয়েড এর জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়, আমার অপারেশনের হইছে সে কারনে এন্টিবায়োটিক দেয়, আপনার কাশটা অনেকদিন বেশি হইলে সে জন্য এন্টিবায়োটিক, আপনার বেশি ঠান্ডা অনেকদিন পেঁকে গেলে সে জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: ব্যথা, পুড়ে যাওয়া, ঘা টা থেকথেকা হয়ে গেলে ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। যখন কোন ডাক্তার এন্টিবায়োটিক দেয় তখন সাধারনত কয় দিনের জন্য দেয় এবং দিনে কয়বার খেতে বলে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকতো ডাক্তাররা কমই দেয়। কারন ওটা ডাক্তার ও জানে ঐটা খাইলে ক্ষতি করবে। যেমন-বড় রোগের জন্য সাত দিন এবং ছোট খাট রোগের জন্য দুই দিন, তিন দিন এ রকম দেয়।

(৩৫ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: দিনে কয়টা খেতে বলে?

উত্তরদাতা: দুই বেলায়তো খাইতে বলে। কার ও এক বেলা। কার ও দুই বেলা। ওটা বয়স অনুযায়ী।

প্রশ্নর্কতা: আপনি তো কিছুক্ষন আগে বলবেন এন্টিবায়োটিক অনেক ধরনের অসুস্থতা ভাল করে। এন্টিবায়োটিক ঔষধটা আমাদের শরীরে ডুকার পর সেটা কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা: আমি যেমন অপারেশনের জন্য খাইছি। আমার সাত দিনের কোর্স দিছে। আমি খাই নাই। তারপরে ও কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র রহমতে এন্টিবায়োটিকটি খাওয়ার পরে অনেক তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেছি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিকটি শরীরে গিয়ে কি করছে?

উত্তরদাতা: আমার ঘা টা তাড়াতাড়ি শুকাইছে। আমার ব্যথা ছিল। যেই দিন অপারেশন হইছে সেই দিন তো আমি নিজেই উঠতে পারি নাই, বসতে পারি নাই। ঔষধটা দুই বেলা খাওয়ার পরে আমি অনুভব করছি যে আমার শরীরটা এখন সুস্থ হইছে। তাহলে এন্টিবায়োটিকটা আমার উপকার হইছে না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিকটা শরীরের মধ্যে আর কোন কাজ করে?

উত্তরদাতা: আর কি কাজ করে। ওর যে কাজ করার ওটাই করে। ঘা শুকানো, মানুষটাকে সুস্থ করা। আর আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক আপনারা কোথা থেকে পায়?

উত্তরদাতা: আপনার ঐ যে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছে। আপনার স্টেশন থেকে গিয়ে নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: কেন সেখান যান বা সেখান থেকে কেন নেন?

উত্তরদাতা: ওরা বলে দেয় তো। যেমন আমি আল বা.... গেলাম কিংবা "স"গেলাম। স' এর বুয়া (আয়া) গুলা আছে। ওরা বলে দেয়- নিচে ফামেসী আছে আমাদের। ওখান থেকে ঔষধ গুলা নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: আপা এমন কোন এন্টিবায়োটিক আছে; এই এলাকায় পাবেন না। আপনাকে দূরে কোথা থেকে আনতে হবে। এ রকম কোন সময় হইছে?

উত্তরদাতা: না আমার এ রকম কোন সময় হয় নাই। আমি সব ঔষধ স্টেশন রোড এ পাইছি।

প্রশ্নর্কতা: মানে শুধু কি স্টেশন রোড এ এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়; নাকি আশে পাশের অন্যান্য ফার্মেসীতে ও এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: ওরা বললে এনে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এমনি মেক্সিমাম এন্টিবায়োটিক কি ওদের কাছে পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: আমি জানি না ভাইয়া।

প্রশ্নর্কতা: আপা এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ আমি তো বড় ডাক্তার দেখায়ে তাদের কাছ থেকে এন্টিবায়োটিক নেই। তারা লিখে দেয়। পরে কিনি।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চার জন্য 'ম' ফামেসী বা কাছে যে ফামেসীতে যান---?

উত্তরদাতা: না ওদের কাছ থেকে আমি এন্টিবায়োটিক আনতে হলে ঐ বাচ্চাকে দেখাই।

প্রশ্নর্কতা: কিছুক্ষন আগে আপনি আমাকে বলছিলেন মানে দেখানোর দুই তিন পর যখন তারা সুস্থ না হয়; তখন তারা এন্টিবায়োটিক দেয়।

উত্তরদাতা: হা হা এন্টিবায়োটিক দেয়। সে তো বুঝেই দিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় আপনি কোথা থেকে এন্টিবায়োটিক আনেন?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগই আমি স্টেশন রোড থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কিনার জন্য কি প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: হে প্রেসক্রিপশন তো ঘরে থাকে। আমরা সবগুলা প্রেসক্রিপশন ঘরে রেখে দেই। সমস্যা হলে আমরা ও গুলা নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি এন্টিবায়োটিক খাওয়ার ক্ষেত্রে কোন ঔষধের প্রতি অগ্রাধিকার দেন?

উত্তরদাতা: হে হে কিছু এন্টিবায়োটিক আছে ভাল কাজ করে এবং সাইজে ছোট।

প্রশ্নর্কতা: আপনার পছন্দের এ ধরনের কয়েকটা এন্টিবায়োটিকের নাম বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: না ভাইয়া।

প্রশ্নর্কতা: আপনার পরিবারে সর্বশেষ কাকে এন্টিবায়োটিক দেয়া হইছিল?

উত্তরদাতা: আমাকেই।

প্রশ্নর্কতা: কয় দিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা: সাত দিনের জন্য।

(৪০ মিনিট ০৮ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: কয় ধরনের ঔষধ দিছে?

উত্তরদাতা: চার ধরনের। গ্যাসটিক, ঘা শুকানোর, এন্টিবায়োটিক আর ব্যথার।

প্রশ্নর্কতা: খাইতে বলছিল কয়দিন?

উত্তরদাতা: সাত দিন। কিন্তু একদিন কমপ্লিট করি নাই। রাইখা দিছি।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধগুলা কোন জায়গা থেকে আনছিলেন আপা?

উত্তরদাতা: স্টেশন রোড।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধগুলা কিনার জন্য ডাক্তার কোন প্রেসক্রিপশন দিছিল?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ প্রেসক্রিপশন আছে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য কত টাকা লাগছিল?

উত্তরদাতা: টোটাল পাঁচশত টাকা লাগছিল।

প্রশ্নর্কতা: সাধারন মানুষ হিসাবে আমরা যদি চিন্তা করি, এন্টিবায়োটিক এর দাম কি কম নাকি বেশি?

উত্তরদাতা: বেশিই তো। আর একটু কম হইলে সুবিধা হইতো না।

প্রশ্নর্কতা: কি সুবিধা হইতো?

উত্তরদাতা: কম হইলে ধরেন টাকাটা বেঁচে যাইতো।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা আপনাকে যে ঔষধ গুলা দিছিল ও গুলা খেয়ে আপনি কি খুশি?

উত্তরদাতা: অবশ্যই। যে ঔষধগুলা আমাকে দিছে; আমি খেয়ে ভাল হয়ে গেছি। সবগুলা এন্টিবায়োটিক অবশ্যই ভাল।

প্রশ্নর্কতা: আপা কিছু ঔষধ যে আছে, এই ঔষধগুলা আপনি কি করবেন?

উত্তরদাতা: রেখে দিব। কয়েকদিন পর ফেলে দিব।

প্রশ্নর্কতা: এই ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ কি এখন ঘরে আছে বর্তমানে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: যদি পরিবারে কেউ অসুস্থ হয় এবং কিছু ঔষধ এ রকম থাকে; সে ক্ষেত্রে এ ঔষধগুলা কি করেন আপা?

উত্তরদাতা: ফেলে দেই।

প্রশ্নর্কতা: কেন ফেলে দেন?

উত্তরদাতা: কারন ওটা তো ডেইট ফেল হয়ে যায়। কারন সাত দিনের জন্য দিছে। হ্যাঁ ব্যথা, গ্যাসটিক এ গুলা রেখে দেই।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ গুলা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খাওয়াই না। কারন আমি না জেনে খাওয়াবো কেন? আমি তো বুঝি না।

প্রশ্নর্কতা: আমার আবার ঔষধ লাগতে পারে এটা চিন্তা করে আপনি কি ঔষধ রেখে দেন?

উত্তরদাতা: রেখে দিই তো। যেমন-আমার এই ঔষধটা আমি নিম্নে একমাস রাখবো।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। প্রায় সময় এ রকম কত দিন ঔষধ রাখেন?

উত্তরদাতা: ১৫-২০ দিন রাখবো। তারপর যদি সমস্যা না হয়, তাহলে খাব না। আমি যদি ও খাই; আমি ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে তারপরে খাব।

প্রশ্নর্কতা: আবার কোন সময় কি ঔষধগুলা দোকানে ফেরত দেন?

উত্তরদাতা: না ফেরত দেই না।

প্রশ্নর্কতা: আপনার আশে পাশের বাসার লোকজন কি কোন সময় ঔষধ আপনার থেকে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা: না। হ্যাঁ সি-ভিট টা নেয়। সি-ভিট টা বাচ্চারা খায়।

প্রশ্নর্কতা: এই ঔষধ গুলা খেয়ে আপনি সুস্থ হইছেন বলতেছেন। মানে কিভাবে আপনি সুস্থ হলেন?

উত্তরদাতা: আমার অপারেশন হইছে। একটা তরতাজা মানুষ কাইটা কুইটা দিছে। ব্যথায় আমি নড়তে পারি নাই। যখন আমায় অপারেশন করে নিয়ে আসলো। তারপর দুই বেলা আমি ঔষধ খাওয়ার পর অনুভব করলাম যে, আমি নিজে চলতে পারতেছি। আগে যখন আমি অসুস্থ ছিলাম, তখন খাইতে পারতাম না। বমি আসতো। কিন্তু এখন অপারেশন হওয়ার পর আমার কিন্তু ক্ষুধা হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আপা এন্টিবায়োটিকের গায়ে একটা মেয়াদোত্তীনতা তারিখ থাকে। এটা কি বুঝেন আপনি?

উত্তরদাতা: হে। ডাক্তারদের কাছ থেকে শুনে নেই। বাচ্চাদের ঔষধ কিনার সময় ডেইট গুলা দেখি। কিন্তু আমার ঔষধ কিনার সময় দেখি না।

(৪৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: কেন দেখেন না আপা?

উত্তরদাতা: দেখি না। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চাদের ঔষধ কেনার সময় ডেইট দেখেন। কিন্তু নিজেদেরটা কেনার সময় দেখেন না। এ রকম অবহেলা কেন?

উত্তরদাতা: দেখি না। কারন ডাক্তাররা তো আর ভুল ঔষধ দিবে না। ফার্মেসীর ওরা তো আর ভুল দিবে না। তাই না?

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক কোন ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতা: তার যদি ধরেন এন্টিবায়োটিক না লাগে; তাকে এন্টিবায়োটিক দিলে তার অবশ্যই ক্ষতি হবে।

প্রশ্নর্কতা: কি ক্ষতি হবে?

উত্তরদাতা: তার তো শরীর দূর্বল হয়ে যাবে। অনেক সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক খেয়ে বড় ধরনের কোন ক্ষতি কি হতে পারে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই। কিছুদিন আগে আমাদের এক ভাবি; কি জানি হইছে, জ্বরের ঔষধ খাইছে আর একটা এন্টিবায়োটিক খাইছে। চোখের সমস্যা হইছে। চোখে কম দেখে। আবার গলার কণ্ঠ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ রকম সমস্যা হতে পারে। চোখের সমস্যা হতে পারে। হাত পা অবশ হয়ে যেতে পারে। যে কোন এক পাশ অবশ হয়ে যেতে পারে। এন্টিবায়োটিক বা ভুল ঔষধ খাওয়ার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: আপা কিভাবে এ ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়?

উত্তরদাতা: বড় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ঔষধ খেতে হবে পরামর্শ নিয়ে। ঔষধের ডেইট আছে কিনা? এটা দেখে শুনে আমাকে খেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি কি জানেন মানুষের জন্য যেমন এন্টিবায়োটিক আছে; গবাদী পশু পাখির জন্য ও এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা: হে আছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে কিভাবে জানেন এ বিষয়টা?

উত্তরদাতা: ঐ যে গরুর ডাক্তার। পশু বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় দেখছেন এটা?

উত্তরদাতা: এটা আমার শ্বশুরবাড়ি দেখছি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ওদের যে এন্টিবায়োটিক আর মানুষের এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পার্থক্যটা কি আপা?

উত্তরদাতা: গরুরটা বড়। হা হা হা।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি কি এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এ শব্দটা শুনছেন?

উত্তরদাতা: হে শুনছি।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় শুনছেন?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের দোকান ফার্মেসী থেকে শুনছি। আবার আপনার কাছ থেকে ও শুনলাম।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিন্সটেন্স হলে কি ধরনের সমস্যা হয়? যদি কেউ কোর্স কমপ্লিট না করে, তবে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: ঐ তো সাত দিনের একটা কোর্স দিল ডাক্তার। ডাক্তার পরবর্তীতে আর সাত দিনের জন্য বাড়ায়ে দিল।

প্রশ্নর্কতা: তখন একই ঔষধ আপনি সাত দিন সাত দিন চৌদ্দদিন খাচ্ছেন আপা। সমস্যা হবে আপা?

উত্তরদাতা: অবশ্যই সমস্যা হবে। শরীর দূর্বল হবে, মাথা ঘুরবে, বমি আসবে।

প্রশ্নর্কতা: আপা যদি কেউ কোর্স কমপ্লিট না করে তাহলে তার কোন সমস্যা হবে? যেমন-আপনার কিছু ঔষধ আমি এখন ও দেখছি।

উত্তরদাতা: যেমন আমার ব্যথাটা ধরেন এখন ও কিন্তু একটু একটু আছে। পুরাটা কোর্স কমপ্লিট করলে হয়তো আমার ব্যথাটা থাকতো না।

প্রশ্নর্কতা: এই যে আপনি কোর্সটা কমপ্লিট করেন নাই। এর জন্য কি আপনি চিন্তিত? টেনশন লাগে মাঝে মধ্যে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কিন্তু বুঝতেছেন ব্যথাটা কিন্তু একটু একটু আছে। কিন্তু আমি খাচ্ছি না?

উত্তরদাতা: খায়ে নিব। পরে আবার ডাক্তারের কাছে যাব।

প্রশ্নর্কতা: এই যে কয় দিনের একটা গেপ হয়ে গেল আপা; এটার জন্য কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: এটাতো সমস্যা হবে।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: ঐ যে ব্যথা আছে। এখন ও আমার ঘা টা পুরাপুরি শুকায় নাই।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে পরবর্তীতে আপনার ভাল হওয়ার জন্য কোন কিছু করতে হবে?

উত্তরদাতা: যদি বেশি সমস্যা হয় তবে ডাক্তারের কাছে যাব। সে যেভাবে পরামর্শ দিবে সেটা শুনতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: একটা মানুষ যখন এন্টিবায়োটিক কিনে আনে তখন তার কি কোর্সটা কমপ্লিট করা উচিত?

উত্তরদাতা: অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি বুঝতেছেন, কিন্তু কমপ্লিট করতেছেন না। কেন আপা?

উত্তরদাতা: আমার খেতে সমস্যা। কোর্সটা কমপ্লিট করা উচিত। সাত দিন দেক আর পনের দিনের জন্য দেক।

প্রশ্নর্কতা: আপা আপনি এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স সম্পর্কে শুনছেন আপা?

উত্তরদাতা: না, আমার জনা নাই।

(৫০ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স। মানে মানুষের অসুখ হলে অসুখ ভাল হয় না। এটা কি শুনছেন আপা?

উত্তরদাতা: অবশ্যই। অনেক সময় দেখা গেল আমার হইছে পেটের ব্যথা। ও দিল গ্যাসটিকের ঔষধ। তাহলে কি হবে ভাল?

প্রশ্নর্কতা: না তা তো হবে না। ভুল ট্রিটমেন্ট করার কারনে। কিন্তু ঔষধ ঠিকই দিল। আপনি খেলেন না। একটা গেপ হলো। তাইলে ঔষধটা আপনাকে ভাল করতেছিল; এটাতো মাঝ পথে থেমে গেল। থেমে যাওয়ার কারনে আপনার পরবর্তীতে আবার অসুস্থ হওয়ার আর কোন সম্ভবনা আছে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে তখন ঔষধ খাইলে কি আর কাজ করবে?

উত্তরদাতা: করবে।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ আগে যেভাবে প্রথমে কাজ করছে; সেকেন্ড টাইম কি আর ওভাবে কাজ করবে?

উত্তরদাতা: করবে। অবশ্যই করবে। এন্টিবায়োটিক তো।

প্রশ্নর্কতা: বেশি করবে নাকি কম করবে?

উত্তরদাতা: কম করবে।

প্রশ্নর্কতা: সে ক্ষেত্রে ঔষধ যাতে কাজ করে এ জন্য আমরা কি করতে পারি?

উত্তরদাতা: পুরা কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: তো এই বিষয় নিয়ে কি আপনি চিন্তা করেন মাঝে মধ্যে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই আমি চিন্তা করি। পুরাটা তো আমি কমপ্লিট করি নাই।

প্রশ্নর্কতা: এই যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স। এ জাতীয় যে অসুস্থতা যেটা হয়। ধরেন অসুখটা বার বার হচ্ছে বা একই অসুখ ঘুরে আবার হচ্ছে এটা যাতে না হয়, সে জন্য আমরা কোর্স কমপ্লিট করতে পারি। আর জাতীয়ভাবে আর কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়?

উত্তরদাতা: আমি তো আর জানি না।

প্রশ্নর্কতা: যদি সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়। কি ব্যবস্থা নিতে পারে আপা?

উত্তরদাতা: সরকার সব কিছুর আইন করতে পারে। সরকার একটা কিছু চালু করলে ঐ জিনিষটা কিন্তু মেনে চলে মানুষ।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা আমাকে অনেক সময় দিছেন। আমি আপনার বাচচা, হাসবেন্ট এবং আপনার বাবার সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। আমরা এন্টিবায়োটিক নিয়ে গবেষনার জন্য অনেকগুলা তথ্য পেলাম আপনার কাছ থেকে। তো সবাই ভাল থাকেন সুস্থ থাকেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আমি আপনাকে আজকে একটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা এন্টিবায়োটিক কিভাবে খেতে হয় এটার উপর আমাদের একটা লিফলেট আছে এটা আপনাকে দিয়ে যাব। আর একটা রিকোয়েস্ট থাকবে-এখন থেকে কোন এন্টিবায়োটিক কিনা বা খাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মগুলা মেনে চলবেন। তো ভাল থাকবেন। সুস্থ থাকবেন আপা। দোয়া করবেন আমার জন্য। আসসালামুলাইকুম।

উত্তরদাতা: ওয়ালাইকুমুসসালাম।

(৫৩ মিনিট ১৬ সেকেন্ড)

----------oooooooooooooooo----------